দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 25 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

কিন্ডারগার্টেন স্কুলের নীতিমালা নাই

সম্প্রতি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত 'কিন্ডারগার্টেন স্কুল : নেই নীতিমালা, ইচ্ছেমতো সিলেবাস'— এই সংবাদ শিরোনামটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্ডারগার্টেন শুধু ঢাকাসহ বড় শহরগুলিতে নয়, শিক্ষার ভাল মান, শৃঙ্খলা ইত্যাদি কারণে মফস্বল শহর এবং উন্নত গ্রামেও সমাদৃত। ফুলকুঁড়ির মতো ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ভোরবেলায় বাবা-মায়ের হাতে সাজিয়া-গুঁজিয়া যার যার স্কুলের নিজস্ব ইউনিফর্ম পরিধান করিয়া স্কুলে গিয়া থাকে। মফস্বল শহরে কাছে হইলে পিতা-মাতা কিংবা বড় ভাইবোন কিংবা বাসার ঝি চাকর-বাকরের হাত ধরিয়া ধীরপদে সাবধানে স্কুলে যায়। স্কুলটি দূরে হইলে রিকশায়, সিএনজি, ট্যাক্সিক্যাব, টাউন সার্ভিস, প্রাইভেট কার ইত্যাদি ট্রান্সপোর্টে করিয়া প্রতিদিন স্কুলে যাতায়াত করিয়া থাকে। বলিতেই হয় কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হইয়াছে। তবে ইহার কিছু কিছু দিক আছে যাহা প্রশ্নবিদ্ধ। বিশেষত: কিন্ডারগার্টেনে যে শিক্ষার নামে বাণিজ্য-বেসাতি চলিতেছে উহা ভুক্তভোগী কাহারও অজানা থাকিবার কথা নয়। সরকারি কোনো নীতিমালা না থাকিবার ফলে কিন্ডারগার্টেন কর্তৃপক্ষ নিজেদের ইচ্ছামত সিলেবাস প্রণয়ন, পরীক্ষা পদ্ধতি ও বই নির্ধারণসহ সকল কাজকর্ম করিয়া থাকে। অর্থ আদায় করিয়া নিজেরা নিজেদের মতো করিয়া চলিয়া থাকে।

কচি প্রাণ শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের জন্য এই সমস্ত কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠানগুলি কতটা সহায়ক এই প্রশ্ন থাকিয়া যায়। ঢাকা শহর কিংবা মফস্বল শহরে বাড়ি ভাড়া করিয়া ৩/৪টি কক্ষ লইয়া কিন্ডারগার্টেন স্কুলের রুটিন-মাফিক কার্যক্রম চলিয়া থাকে। শোনা যায়, একই বাড়িতে একাধিক কিন্ডারগার্টেন-এর লেখাপড়ার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। সারাদেশে ৩০ হাজারের মতো কিন্ডারগার্টেন স্কুল রহিয়াছে। শুধু ঢাকা শহরেই রহিয়াছে ১৫/১৬ হাজার। শিক্ষকের সংখ্যাও হইবে অন্যূন সোয়া লাখ। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণ নানা প্রকার অভিযোগ উত্থাপন করিয়া থাকেন। দোকানে বই-ডাইরি, খাতা ক্রয় করিবার নামে দ্বিগুণ, তিনগুণের চাইতেও বেশি দিয়া কখনও কখনও কিনিতে হয়। এমনও বলা হইয়া থাকে বাহির হইতে কেনা যাইবে না। বইপত্র, খাতা-পেনসিল, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রয়োজনীয় সকল কিছুই একশ্রেণীর ব্যবসায়ী লেখক ও প্রকাশকদের যোগসাজশে গড়িয়া তোলা হয় এবং সেই সকল লেখক ও প্রকাশনী সংস্থার বই কিনিবার জন্য বাধ্য করা হয় বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে অভিযোগ শোনা যায়, কিন্ডারগার্টেন কর্তৃপক্ষ লেখক, প্রকাশক ও লাইব্রেরীর নিকট হইতে কমিশন লইয়া থাকে। ছাপাকৃত বইগুলিও থাকে ভুলে ভরা। ঐসব বইয়ের দামও অভিভাবকদের নাগালের বাহিরে। ব্যাঙের ছাতার মতো গড়িয়া উঠা একশ্রেণীর কিন্ডারগার্টেন স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে বেতন নেওয়া হয় ২৫০ টাকা হইতে ৭০০/৮০০ টাকা পর্যন্ত। কিন্তু শিক্ষকদের বেতন ধার্য করা হয় ৫০০/৬০০ টাকা মাত্র। নিয়োগপত্রের নামগন্ধ নাই। কোনো প্রকার কাগজপত্র শিক্ষকদের দেওয়া হয় না। যেকোনো সময় যেকোনো অজুহাতে নিজেদের খেয়ালখুশিমতো শিক্ষকদের চাকুরীচ্যুত করিয়া থাকে। কোনো কোনো ঘিঞ্জি আবাসিক এলাকায়ও ব্যাঙের ছাতার মতো অনেক কিন্ডারগার্টেন স্কুল খুলিয়া একশ্রেণীর সুবিধাভোগী সুচতুর মানুষ ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিয়াছে। অবশ্য সব কিন্ডারগার্টেন মোটেও এই শ্রেণীতে পড়ে না। অনেক কিন্ডারগার্টেন স্কুল আছে যেগুলি যথোচিত সিষ্টেমের ভিতর দিয়া চলে। অভিভাবকরা এই শ্রেণীর কিন্ডারগার্টেনে ছেলে-মেয়ে ভর্তি করাইয়া নিশ্চিন্ত থাকে। তবে ইংরেজী মাধ্যমে পরিচালিত এইসব স্কুলে বাংলা পড়ানোর মান ভালো নয়। বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ইহার প্রতিকার হওয়া দরকার। সরকারী নীতিমালা না থাকিবার ফলে অনেকেই কিন্ডারগার্টেন স্কুলের নামে ব্যবসা-বাণিজ্য এইভাবে চালাইয়া যাইতেছে। এ বিষয়ে অবিলম্বে সরকারি নীতিমালা প্রণীত হইলে সমস্যা সমাধানের পথটিও প্রশস্ত হইবে এবং শিক্ষার্থী, শিক্ষক-অভিভাবকসহ সকলেই ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত সুফল অর্জনে সক্ষম হইবে বলিয়া আমরা আন্তরিকভাবে মনে করি।